ডব্লিউএইচও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকা, মঙ্গলবার, ২৫ ভাদ্র ১৪২১, ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
ডব্লিউএইচও'র মহাপরিচালক ড. মার্গারেট চ্যান,
ডব্লিউএইচও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর স্বাস্থ্যমন্ত্রীগণ,
সম্মানিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম। সকলকে শুভ সকাল।

ডব্লিউএইচও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের ৩২তম সভা এবং আঞ্চলিক কমিটির ৬৭তম সেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনার জন্য আপনারা এখানে সমবেত হওয়ায় আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এর মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে বসবাসরত বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ মানুষের স্বাস্থ্য উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হবে।

আমি আনন্দিত যে, এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশের সাফল্যের কথাও আপনাদের জানাতে পারবো।

সুধিমন্ডলী,

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। এই বাস্তবতার নিরিখে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর পরই জনগণের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি চিকিৎসাকে পাঁচটি মৌলিক চাহিদার একটি হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন।

জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি দেশের প্রতিটি থানায় ১০ বেডের থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেন। তিনি চিকিৎসকদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেন।

পঁচাত্তর পরবর্তীতে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রযাত্রায় অন্ধকার নেমে আসে। স্বাস্থ্যখাতের একই দশা হয়।

আমাদের ১৯৯৬ এর সরকারের সময় আমরা স্বাস্থ্যখাতের ব্যাপক উন্নয়ন করি। দেশের হাসপাতালগুলোতে প্রায় ৭ হাজার বেড বাড়াই। দুই হাজারের বেশী চিকিৎসক নিয়োগ দেই। চিকিৎসা যন্ত্রপাতি আমদানি শুল্কমুক্ত করি। ফলে বেসরকারী খাতও স্বাস্থ্যসেবায় এগিয়ে আসে।

আমরা গ্রামাঞ্চলের প্রতি ছয় হাজার মানুষের জন্য একটি করে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেই। আমাদের মেয়াদে চার হাজারের বেশি ক্লিনিক চালু করি। গ্রামের মানুষ চিকিৎসা সেবা পেতে শুরু করে। দুঃখজনক হচ্ছে, পরবর্তী সরকার এ ক্লিনিকগুলো বন্ধ করে দেয়।

আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পরই স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেই। জনগণের চিকিৎসা সেবা পাওয়ার পথ সুগম করি। যুগোপযোগী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করি।

এ পর্যন্ত ১৩ হাজারের বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। এসব ক্লিনিকে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাদেরকে ল্যাপটপ ও ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে। রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ দেয়া হচ্ছে। আমরা ই-হেলথ ও টেলিমেডিসিন সেবা চালু করেছি।

এর মধ্য দিয়ে আমরা দেশব্যাপী একটি ব্যাপক-ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছি। স্বাস্থ্যকর্মী, প্রাইমারী, সেকেন্ডারী, টারসিয়ারী এবং বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং উভয়মুখী রেফারেল পদ্ধতি প্রবর্তন করেছি। যা বিশ্বে অনন্য। এজন্য বাংলাদেশ ২০১১ সালে সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছে।

আমরা দেশের সকল পর্যায়ের হাসপাতালে বেডের সংখ্যা বাড়িয়েছি। আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। নতুন নতুন জেনারেল হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।

সরকার নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, নার্সিং কলেজ এবং নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছে। ডাক্তার, নার্সসহ এখাতের প্রতিটি বিভাগেই জনবল বাড়ানো হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

জনগণের সার্বিক সুখ নিশ্চিতে স্বাস্থ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক। এজন্য আমরা নারী ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য ও জীবনমান সহায়ক নানামুখী সেবা ও সহায়তা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি।

আমরা বিশ্বাস করি, মা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হলে সন্তানও স্বাস্থ্যবান হয়। এভাবেই সুস্থ জাতি গঠনের পথ প্রশস্ত হয়।

একটি সুস্থ জাতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়েছি। এজন্য আমরা দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, জেন্ডার সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং পরিকল্পিত পরিবার নিশ্চিত করতে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি।

জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ খাদ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খাদ্যে রাসায়নিক, জৈব পদার্থ, এনজাইম ও হরমোন মিশ্রণ রোধে আমরা কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছি।

আমরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। আমরা নিম্ন আয়ের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি। ফলে দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে নেমে এসেছে।

আমরা আন্তর্জাতিক মানের মিডওয়াইফারী ট্রেনিং কোর্স চালু করেছি। তিন হাজার মিডওয়াইফের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। শীঘ্রই নিয়োগ কার্যক্রম শুরু হবে।

আমরা ২০১২ সালেই এমডিজি-৪ অর্জন করেছি। এমডিজি-৫ অর্জনের ক্ষেত্রেও আমরা সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছি।

জাতিসংঘের মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশ্ব কৌশলপত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা দেশব্যাপী গর্ভবতী মা ও শিশুর নিবিড় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেছি। এক্ষেত্রে জাতিসংঘের "কমিশন অন ইনফরমেশন এন্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি অন উইমেন'স এন্ড চিল্ড্রেন'স হেলথ" -এর ১১টি সূচক ব্যবহার করা হচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে এই ইলেকট্রনিক নিবন্ধন পদ্ধতি নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা পোলিও ও কুষ্ঠ রোগ নির্মূল করেছি। ম্যালেরিয়া, যক্ষা, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, এ্যানথ্রাক্স, নিপাহ, ডেঙ্গু ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আমরা অসংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টি, অটিজম ও মানসিক স্বাস্থ্য কার্যক্রমকে মূল ধারায় সম্পৃক্ত করেছি। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর ঝুঁকি মোকাবেলায় আমরা কার্যকর স্বাস্থ্য ও সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি।

আমাদের একটি গতিশীল ঔষধ শিল্প গড়ে উঠেছে। ওষুধের মোট চাহিদার ৯৭ শতাংশই দেশীয় উৎপাদন থেকে মেটানো হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনসহ ৮৭টি দেশে ঔষধ রপ্তানি করা হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

স্বাস্থ্যখাতে এই সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে আমরা দেশের জনগণের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার পূরণ করছি। এক্ষেত্রে ডব্লিউএইচও, উন্নয়ন সহযোগী এবং আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর সাথে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় আমাদেরকে সহায়তা করছে।

এ সত্ত্বেও বাংলাদেশসহ বিশ্ব এই অর্জনকে টেকসই করতে গিয়ে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান সম্পর্কযুক্ত বিশ্বে ইবোলা মহামারীর বিস্তার রোধে বিশ্বের সামর্থ্য আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। বিশ্ব অর্থনীতির ওপরও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী গবেষণা জোরদার করার বিকল্প নেই।

প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ,

আমাদের এই অঞ্চলের সব দেশে প্রায় একই ধরণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিদ্যমান। চ্যালেঞ্জ প্রায় একই ধরনের। এই অঞ্চলেই রোগ ও মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশী। আমরা সবাই মিলে এই অঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবার আরও উন্নতি করতে পারলে বিশ্বের স্বাস্থ্য সমস্যার ব্যাপক উন্নয়ন হবে।

এ অঞ্চলের স্বাস্থ্যমন্ত্রীগণ এসব চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সচেতন আছেন। আমি বিশ্বাস করি, ডব্লিউএইচও'র এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় আপনারা এর ফলপ্রসূ সমাধান খুঁজে পাবেন।

আমি জেনে খুশী হয়েছি যে, এই সভাগুলোতে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় স্বাস্থ্য বিষয়ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হবে। আলোচনার সুপারিশমালায় আমাদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে চারদিনের এই আয়োজনে অটিজমসহ বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হবে।

অটিজম ও অন্যান্য ডিভালাপমেন্ট ডিজঅর্ডার সম্পন্ন ব্যক্তিদের রোগ নির্ণয় ও সেবা প্রদান ব্যবস্থা আরও সহজ করা প্রয়োজন।

আমার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন, পেশায় একজন শিশু মনোবিশেষজ্ঞ। অটিজম মোকাবেলায় বিশ্বের সমর্থন আদায়ে সায়মা নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে। অটিজম বিষয়ক আলোচনায় সায়মা মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবে।

আমি ড. মার্গারেট চ্যান, ড. পুনম এবং মাননীয় মন্ত্রীবর্গকে এই সাইড ইভেন্টে অংশ নেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সকল আলোচনা ও কর্মসূচীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে। আমি আশা করি, সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডব্লিউএইচও আরও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে আরও বেশী কারিগরি সহযোগিতা দিতে পারবে।

আসুন, সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করি। জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত করার এবং উন্নয়নকে টেকসই করার এটাই উত্তম ব্যবস্থা। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল আমরা তা অর্জন করতে পারবো।

পরিশেষে, আমি ডব্লিউএইচও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের ৩২তম সভা এবং আঞ্চলিক পরিষদের ৬৭তম সভার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

সকলকে ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।